48th BCS Preli Program

48th BCS Preli Pioneer Service

Daily Live Exam Bangla Language-01

MCQ Master Set: 1 (Question & Solution)

Question 1

‘প্রেক > পেরেক’ এটি কোন ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত?

A স্বরলোপ

B অপিনিহিতি

C মধ্য স্বরাগম ✔

D বিষমীভবন

Solution:
উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের মাঝখানে একটি স্বরের আগমন ঘটলে তাকে মধ্য স্বরাগম বলে।
রত্ন (র+অ+ত+ন্+অ) > রতন (র্+অ+অ+ন)।
প্রেক (প্+র+এ+ক্) > পেরেক (প্+এ+র্+এ+ক্)।
প্রীতি (প্+র্+ই+ত্+ই) >পিরীতি (প্+ই+র্+ই+ত্+ই)।
মুক্তা (ম্+উ+ক্+ত্+আ) > মুকুতা (ম্+উ+ক্+উ+ত্+আ)।
গ্লাস (গ্+ল্+আ+স্) > গেলাস (গ্+ এ+ল্+আ+স্)।

Question 2

নিচের কোন ধ্বনি পরিবর্তনটি ‘অভিশ্রুতি’ এর দৃষ্টান্ত?

A ইন্দুর > ইদুর

B সাধু > সাউধ

C মুলা > মুলো

D মানিয়া > মেনে ✔

Solution:

অভিশ্রুতি: অপিনিহিতির প্রভাবজাত ‘ই’ বা ‘উ’ ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন: মাছুয়া > মাউছা > মেছো; জালিয়া > জেলে; গাছুয়া > গেছো; হাটুয়া > হাউটা > হেটো; মানিয়া > মাইন্যা > মেনে। সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ অভিশ্রুতির মাধ্যমে চলিত রূপ লাভ করে। যেমন: শুনিয়া > শুইনা > শুনে; বলিয়া > বইলা > বলে; করিয়া > কইরা > করে ইত্যাদি।
ইন্দুর > ইদুর > অন্তর্হতি।
সাধু > সাউধ > স্বরসংগতি।
মুলা > মুলো > অপিনিহিতি।

Question 3

প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি কোন নিয়মে হয়ে থাকে?

A সমীভবন ✔

B অপিনিহিতি

C বিষমীভবন

D অসমীকরণ

Solution:

বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি গঠিত হয় = ৩ টি উপায়ে। যথা:
(ক) স্বরে + ব্যঞ্জনে : কাঁচা + কলা = কাঁচকলা।
(খ) ব্যঞ্জনে + স্বরে : তিন + এক = তিনেক।
(গ) ব্যঞ্জনে + ব্যঞ্জনে : বদ + জাত = বজ্জাত।
এই ৩টি উপায়ের প্রথম দুটিতে প্রথমে বা পরে কোনো না কোনো জায়গায় স্বর যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় পদ্ধতিতে প্রথমে ও পরে উভয় জায়গায় ব্যঞ্জন যুক্ত হয়েছে। তাই এটিকে বলা হয় প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি। এবার এই ৩য় পদ্ধতিতে উল্লিখিত উদাহরণের দিকে লক্ষ করুন।
বদ (ব্+অ+দ) + জাত (জ্+আ+ত) = বজ্জাত (ব্+অ+জ্+জ্+ আ+ত)। তাহলে দেখুন, ‘দ’ আর ‘জ’ এই দুটির মধ্যে একটি ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে আরেকটির মতো হয়ে গিয়েছে যা সমীভবনের বৈশিষ্ট্য।
সুতরাং প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি ধ্বনি পরিবর্তনের সমীভবনের নিয়মে গঠিত হয়।

Question 4

‘আশু > আউশ’- এটি কোন ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?

A সমীভবন

B বর্ণ বিপর্যয়

C অপিনিহিতি ✔

D বিপ্রকর্ষ

Solution:
অপিনিহিতিঃ শব্দের শেষের ‘ই’ কার বা ‘উ’ কার আগে উচ্চারিত হলে অথবা যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির আগে নতুন করে ‘ই’ কার বা উ’ কার বসলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন: আজি (আ+জ+ই) > আইজ (আ+ই+জ); সাধু (শ্+আ+ধ্+উ) > সাউধ (শ্+আ+উ+ধ্); চারি (চ্+আ+র্+ই) > চাইর (চ্+আ+ই+র্);
আজি > আজ → অন্ত্য স্বরলোপ।
আজি > আইজ →অপিনিহিতি।
আজ > আজি → অন্ত্য স্বরাগম।
দেশি > দিশি → স্বরসংগতি।
আশু > আউশ → অপিনিহিতি।

Question 5

নিচের কোনটি অসমীকরণের উদাহরণ?

A মুরগ > মোরগ

B ধপ + ধপ = ধপাধপ ✔

C শরীর > শরীল

D অলাবু > লাবু > লাউ

Solution:
অসমীকরণ: একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করে শব্দকে শ্রুতিমধুর করার জন্য শব্দের মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন: ধপ + ধপ > ধপাধপ (ধ্ + প্ + আ + ধ্ + প্); টপ + টপ > টপাটপ (ট্ + প্ + আ + ট্ + প্) ইত্যাদি। এরূপ- গপাগপ, ফলাফল, চলাচল।

Question 6

ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলা ভাষা বিশ্বের কততম প্রধান ভাষা?

A ৬ষ্ঠ

B ৭ম ✔

C ৪র্থ

D ৫ম

Solution:
বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি (তবে ইথনোলগ এর অনুসারে পৃথিবীতে ৭১৫১ টি) ভাষা প্রচলিত রয়েছে। ব্যবহারের দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর সপ্তম বৃহৎ ভাষা এবং মাতৃভাষার দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ মাতৃভাষা। (উৎস: ইথনোলগ-২০২৪)
বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের জনসাধারণ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

Question 7

চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য-

A গাম্ভীর্য

B তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার

C প্রমিত উচ্চারণ ✔

D ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে

Solution:

চলিত রীতি:

- এটি পরিবর্তনশীল রীতি।
- **তদ্ভব শব্দবহুল**, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য।
- বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।
- সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে।
- সর্বজন স্বীকৃত লেখ্য ও মৌখিক রূপ।
- উদাহরণ- মাথা, তুলো, তারা।

Question 8

প্রত্যেক ভাষারই মৌলিক অংশ হলো-

A ধ্বনি, শব্দ, সন্ধি

B শব্দ, বাক্য, সমাস

C ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ✔

D উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ

Solution:

প্রত্যেক ভাষার মৌলিক অংশ ৪টি। যথা: ধ্বনি, শব্দ, অর্থ ও বাক্য। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাকরণবিদের মতে বাংলা ভাষার মৌলিক অংশ ৩টি। যথা: ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য। তবে বেশিরভাগ মতই ৪টির পক্ষে। এই প্রশ্নের অপশনে ৪টি নেই। তাই ৩টিই (ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য) সঠিক উত্তর হবে।

Question 9

বর্তমানে লেখ্য ভাষার আদর্শ রীতিকে বলে-

A সাধু রীতি

B আঞ্চলিক রীতি

C লেখ্য রীতি

D প্রমিত রীতি ✔

Solution:
বিশ শতকের সূচনায় কলকাতার শিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষাকে লেখ্য রীতির আদর্শ হিসেবে চালু করার চেষ্টা হয়। এটি তখন চলিত রীতি নামে পরিচিতি পায়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধু রীতিকে সরিয়ে চলিত রীতি আদর্শ লেখ্য রীতিতে পরিণত হয়। একুশ শতকের সূচনা নাগাদ এই চলিত রীতিরই নতুন নাম হয় 'প্রমিত রীতি'। এটি 'মান রীতি' নামেও পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ, বিদ্যাচর্চা, সাংবাদিকতা ও যোগাযোগের ভাষা হিসেবে প্রমিত রীতি লেখ্য বাংলা ভাষার প্রধান রীতিতে পরিণত হয়েছে।

Question 10

সব ভাষারই কোন রূপের বৈচিত্র্য থাকে?

A চলিত রূপের

B সাধু রূপের

C আঞ্চলিক রূপের ✔

D আদর্শ চলিত রূপের

Solution:
আঞ্চলিক কথ্য রীতি: পৃথিবীর সব ভাষারই উপভাষা রয়েছে। বাংলা ভাষারও তা রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত রীতির বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাকে উপভাষা বলে। উপভাষার ইংরেজি পরিভাষা হলো Dialect.

Question 11

"বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী অপভ্রংশ থেকে।" এ মতের প্রবক্তা কে?

A স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ✔

B ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

C ড. সুকুমার সেন

D ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

Solution:
হুমায়ুন আজাদ রচিত ‘কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী’ গ্রন্থে এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত ‘বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লেখ আছে, “বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় মাগধী অপভ্রংশ থেকে।” – একথা প্রথম বলেছেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। আর ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীতে তাঁর Origin and Development of Bengali Langugage (ODBL)- এ এই মত সমর্থন করেছেন।

Question 12

কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?

A ভারতীয় আর্য

B ইন্দো-ইউরোপীয়

C সংস্কৃত

D বঙ্গ-কামরূপি ✔

Solution:
ইন্দো-ইউরোপীয়
↓
শতম
↓
হিন্দ আর্য
↓
ভারতিক
↓
প্রাচীন প্রাচ্য ভারতীয় আর্য
↓
প্রাচীন কথ্য ভারতীয় আর্য
↓
প্রাচীন প্রাচ্য
↓
গৌড়ী প্রাকৃত
↓
গৌড় অপভ্রংশ
↓
বঙ্গ কামরূপী → অসমিয়া, বাংলা।

Question 13

ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস কী?

A মূল আর্যভাষা

B অনার্য ভাষা ✔

C বৈদিক ভাষা

D সংস্কৃত ভাষা

Solution:
আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে অনার্য ভাষা-ভাষী কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বসবাসের ফলে আঞ্চলিক ভাষাগুলো এসেছে।

Question 14

বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি?

A প্রভু যিশুর বাণী

B কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ✔

C ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

D মিশনারি জীবন

Solution:
‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ (১৭৩৫) মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ নামক পর্তুগিজ খ্রিষ্টান মিশনারি কর্তৃক রচিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ। ১৭৪৩ সালে লিসবন শহর থেকে গ্রন্থটি রোমান লিপিতে মুদ্রিত হয়।

Question 15

বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কোনটি?

A ধ্বনি

B পদক্রম

C প্রত্যয় ✔

D বিরাম চিহ্ন

Solution:
এক বা একাধিক ধ্বনির সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়। আর এই শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলে রূপ (Morpheme)। সেই জন্য শব্দতত্ত্বকে **রূপতত্ত্বও (Morphology)** বলা হয়। শব্দতত্ত্বে আলোচিত হয় শব্দের প্রকার, শব্দ গঠন, উপসর্গ, অনুসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, লিঙ্গ (পুরুষ), বচন, ধাতু, শব্দরূপ, সমাস, ক্রিয়া-প্রকরণ, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার ভাব, শব্দের ব্যুৎপত্তি, যোজক ইত্যাদি।
অপরদিকে,
ধ্বনি → ধ্বনিতত্ত্ব
পদক্রম → বাক্যতত্ত্ব
বিরাম চিহ্ন → বাক্যতত্ত্ব।

Question 16

ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি?

A বাক্যতত্ত্ব

B রূপতত্ত্ব

C অভিধানতত্ত্ব ✔

D ধ্বনিতত্ত্ব

Solution:
ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয়- ৪টি (ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব)। তবে মূল আলোচ্য বিষয় ছাড়াও ছন্দ ও অলঙ্কারতত্ত্ব, অভিধানতত্ত্ব ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয়।

Question 17

বাচ্য ও উক্তি ব্যাকরণের কোন শাখায় আলোচিত হয়?

A ধ্বনিতত্ত্ব

B রূপতত্ত্ব

C অর্থতত্ত্ব

D বাক্যতত্ত্ব ✔

Solution:
বাক্যতত্ত্ব (Syntax): বাক্যের মধ্যে কোন পদের পরে কোন পদ বসে, কোন পদের স্থান কোথায় বাক্যতত্ত্বে এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। বাক্যতত্ত্বকে **পদক্রমও** বলা হয়। বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয় বাক্য, বাক্যের অংশ, বাক্যের প্রকার, বাক্য-বিশ্লেষণ, বাক্য-পরিবর্তন, বর্গের বিন্যাস, কারক, পদক্রম, বাক্য-সংকোচন, বাক্য সংযোজক, বাক্য বিয়োজন, যতিচ্ছেদ বা বিরামচিহ্ন, বাচ্য, উক্তি, পদ পরিবর্তন প্রভৃতি।

Question 18

ভাষার সংবিধান কোনটি?

A বর্ণমালা

B ধ্বনি

C ব্যাকরণ ✔

D সমাস

Solution:
'ব্যাকরণ' একটি সংস্কৃত শব্দ যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ **(বি + আ+√কৃ+অন)** হচ্ছে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। অর্থাৎ ব্যাকরণ মানে ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ। ব্যাকরণের **মূল ভিত্তিই** হলো ভাষা। ব্যাকরণকে বলা হয় ভাষার সংবিধান। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, 'যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।'

Question 19

বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?

A ৭টি

B ৯টি

C ১০টি

D ৮টি ✔

Solution:
বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ ৫০টি। এগুলোর মধ্যে অর্ধমাত্রার বর্ণ আটটি- ঋ, খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ এবং মাত্রাহীন বর্ণ দশটি- এ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ । বাকি ৩২টি বর্ণ পূর্ণমাত্রার।

Question 20

ভাষার মূল উপাদান কী?

A ধ্বনি ✔

B শব্দ

C বর্ণ

D বাক্য

Solution:
ভাষার মূল উপকরণ- বাক্য
ভাষার মূল উপাদান- ধ্বনি
ভাষার মৌলিক উপাদান- শব্দ
ভাষার ক্ষুদ্রতম একক- ধ্বনি
ভাষার একক/বৃহত্তম একক- বাক্য।

Question 21

কোনগুলো ওষ্ঠ্য ধ্বনি?

A প, ফ, ভ, ব, ম ✔

B ত, থ, দ, ধ, ন

C ক, খ, গ, ঘ, ঙ

D চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

Solution:

বর্ণ হিসেবে নাম	উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী নাম	উচ্চারণের স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
			অল্প প্রাণ	মহা প্রাণ	অল্প প্রাণ	মহা প্রাণ	নাসিক্য
ক বর্গীয়	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	জিহ্বার গোড়ালি ও তালুর নরম অংশের সহযোগে।	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ বর্গীয়	তালব্য বা অগ্রতালুজাত বর্ণ	দন্তমূলের শেষাংশ ও জিহ্বার সহযোগে।	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট বর্গীয়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ	দন্তমূল ও জিহ্বার সম্মুখভাগ।	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত বর্গীয়	দন্ত্য বা অগ্রদন্তমূলীয় বর্ণ	জিহ্বার আর দাঁতের উপরের পাটির সংস্পর্শে।	ত	থ	দ	ধ	ন
প বর্গীয়	ওষ্ঠ্যবর্ণ	দুই ঠোঁটের সংস্পর্শ।	প	ফ	ব	ভ	ম

Question 22

ধ্বনি হলো-

A ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ ✔

B অর্থবোধক শব্দসমষ্টি

C ভাষার লিখিত রূপ

D বাক্যের লিখিত রূপ

Solution:
গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিভ, তালু, দাঁত, নাক প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষ নানা রকম ধ্বনি তৈরি করে। এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয় শব্দ। শব্দের গুচ্ছ দিয়ে বাক্য গঠিত হয়। বাক্য দিয়ে মানুষ মনের ভাব আদান-প্রদান করে। মনের ভাব প্রকাশক এসব বাক্যের সমষ্টিকে বলে ভাষা। অতএব, ধ্বনি হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ।

Question 23

কোনটি নিলীন বর্ণ?

A ই

B উ

C এ

D অ ✔

Solution:
নিলীন বর্ণ: 'অ' স্বরবর্ণটির কোনো 'কার' বা সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। তাই **'অ'** কে নিলীন বর্ণ বলে।

Question 24

কোন দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি?

A খ, ঝ ✔

B ক, খ

C ত, দ

D চ, জ

Solution:
মহাপ্রাণ: যে সকল ধ্বনির উচ্চারণের সময় নিশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়/ শ্বাসবায়ুর বেগ বেশি থাকে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন- খ, ছ, ধ ইত্যাদি। [প্রতিটি বর্গের **দ্বিতীয়** ও **চতুর্থ** বর্ণ মহাপ্রাণ]

Question 25

কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়?

A ঐ, ঔ ✔

B ঐ, অ

C আ, ঔ

D ই, ঔ

Solution:

মৌলিক স্বরধ্বনি: যে স্বরধ্বনি এককভাবে উচ্চারণ করা যায় তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় **মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি।**
যথা – অ, আ, ই, উ, এ, ও, এ্যা।
ঐ, ঔ হলো যৌগিক স্বরধ্বনি।

Question 26

নিচের কোনটি শুদ্ধ?

A ষ্ণ = ষ + ণ ✔

B ষ্ণ = ষ + ঞ

C ষ্ণ = ষ + ন

D ষ্ণ = ষ + ঙ

Solution:

গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ
ষ্ + ণ = ষ্ণ	উষ্ণ = উশ্‌নো, কৃষ্ণ = ক্রিশ্‌নো।
ত্ + থ = ত্থ	অশ্বত্থ = অশ্‌শত্‌থো, উত্থান = উত্‌থান্।
দ্ + ধ = দ্ধ	বদ্ধ = বদ্‌ধো, উদ্ধার = উদ্‌ধার্।
হ্ + ণ = হ্ণ	অপরাহ্ণ = অপোরান্‌হো, পূর্বাহ্ণ = পুরবান্‌হো।
হ্ + ন = হ্ন	আহ্নিক = আন্‌হিক্, মধ্যাহ্ন = মোদ্‌ধান্‌হো।

Question 27

কোনগুলো ঘোষ ব্যঞ্জন?

A ত, দ

B গ, চ

C ব, ভ ✔

D স, হ

Solution:

অল্পপ্রাণ: যে সকল ধ্বনির উচ্চারণের সময় নিশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না/ শ্বাসবায়ুর বেগ অল্প থাকে তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন- ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি। [প্রতিটি বর্গের **প্রথম** ও **তৃতীয়** বর্ণ অল্পপ্রাণ]
ঘোষ ধ্বনি: যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে, তাকে ঘোষ বর্ণ বা নাদ বর্ণ বলে। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ধ্বনিকে ঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন- গ, ঘ ইত্যাদি।
ত, থ, ড, ঢ, ম- এখানে ড হলো ঘোষ অল্পপ্রাণ বর্ণ।
প- বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ- ব, ভ তাই এটি ঘোষ ব্যঞ্জন।

Question 28

অভিধানে কোন শব্দটি আগে বসবে?

A চাঁদা

B চানা

C চালা

D চাঁটি ✔

Solution:

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ 'কার' এর ক্রমকে প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে হবে শুধু চ, তারপর চা, তারপর চি, তারপর চী, তারপর পর্যায়ক্রমে চু, চূ, চে, চৈ, চো, চৌ। এবার তাহলে অপশনগুলোর দিকে তাকাই আরেকবার। চাঁদা, চানা, চালা, চাঁটি। এখানে সবগুলো অপশনেই 'চ' এর সাথে 'আ-কার' যুক্ত গঠিত হয়েছে। এরকম অবস্থায় অভিধানের ক্রম অনুসারে 'কার' এর ক্রমের পর প্রাধান্য দিতে হয় পরাশ্রয়ী বর্ণকে অর্থাৎংঃ। এখন দেখুন চাঁদা আর চাঁটি এই দুটিতে 'চা' এর ওপর চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে এই দুটির যে-কোনো একটি আগে বসবে। এখন লক্ষ করুন 'চাঁদা' শব্দে 'চাঁ' এর পরে বসেছে 'দ' আর 'চাঁটি' শব্দে 'চাঁ' এর পরে বসেছে 'টপ অভিধানে 'ট' তার মানে সঠিক উত্তর 'চাঁটি'।

Question 29

'বাপজান > বাজান' কী জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত?

A অভিশ্রুতি

B অন্তর্হতি ✔

C ধ্বনি বিপর্যয়

D স্বরলোপ

Solution:

অন্তর্হতি: কোনো কারণ ছাড়াই যদি শব্দের মাঝখান থেকে একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ পায় তাহলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন: ফাল্গুন (ফ্ + আ + গ্ + উ + ন) > ফাগুন (ফ্ + আ + গ্ + উ + ন), বাপজান > বাজান, রঙ্গিন > রঙিন, ইন্দুর > ইদুর।

Question 30

বাগযন্ত্রের অংশ নয়-

A দাঁত

B তালু

C কান ✔

D নাক

Solution:

ধ্বনি উচ্চারণে মানবদেহের যেসব প্রত্যঙ্গ জড়িত সেগুলোকে একসাথে বলে বাকপ্রত্যঙ্গ বা বাগযন্ত্র। মানবদেহের ফুসফুস থেকে ঠোঁট পর্যন্ত ধ্বনি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যঙ্গই বাগযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

Back